কালের কণ্ঠ

তারিখ ..21 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ে ঢাকায় থাকার বন্দোবস্ত

তৌফিক মারুফ ▷

এমডি ও এমএস কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলেন চার হাজারের বেশি সরকারি চিকিৎসক

দেশের দুর্গমতম উপজেলা ভোলার মনপুরা। উত্তাল সমুদ্র মোহনা পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। সেখানকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের অনুমোদিত ১০টি পদের ছয়টি শূন্য। মাত্র চারজন আছেন হাসপাতালটিতে। এর মধ্যে তিনজনই চলতি মাসের শুরুতে ঢাকায় চলে আসেন উচ্চতর ডিগ্রি কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে। শনিবার বিকেলে কালের কণ্ঠ'র প্রশ্নের জবাবে মনপুরা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সতীন্দ্রনাথ গাইন বলেন, '৩ নভেম্বর আমি কর্মস্থলে আসি। কিন্তু এর আগেই ওই তিন চিকিৎসক ঢাকায় চলে গেছেন পরীক্ষায় অংশ নিতে।'

বান্দরবানের রুমা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. বামং প্রু বলেন, 'আমিসহ ছয়জন দায়িত্ব পালন করছি। চারটি পদ আগে থেকেই শূন্য। এখন আবার দুজন উচ্চতর ডিগ্রির ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন এবং তাঁরা সুযোগও

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ে ঢাকায়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পেয়েছেন।'

একই জেলার লামা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাঈদ আহম্মেদ বলেন, '১১টি পদের বিপরীতে আছেন সাতজন। এর মধ্যে চারজন আবার পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। দুজন সুযোগও পেয়েছেন। তাঁরা হয়তো চলে যাবেন।'

কেবল এই কয়েকটি উপজেলাই নয়, সারা দেশ থেকে চার হাজারের বেশি সরকারি চিকিৎসক গত শুক্রবার ঢাকায় এসে অংশ নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমডি বা এমএস ডিগ্রি কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায়। জেলা পর্যায় থেকেও অনেকে অংশ নেন এতে। পাশাপাশি ছিলেন বেসরকারি চিকিৎসকরা। উপজেলা পর্যায়ের অনেক চিকিৎসক চাকরিতে যোগদানের পর থেকে টানা দুই বছর গ্রামে থাকার শর্ত না মেনে এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। অনেকে আবার কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন। ফলে যেসব প্রত্যন্ত এলাকার হাসপাতালে চিকিৎসক কম, সেখানে চিকিৎসাপ্রার্থীরা পড়েছে বিপাকে।

বিষয়টি নিয়ে হতাশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল। জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'দক্ষতা অর্জন বা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যেতে হলে জুনিয়র চিকিৎসকদের অবশ্যই উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অনেকেই এই সুযোগে ঢাকায় থাকার বন্দোবস্ত করে নেন। আর বঞ্চিত হয় প্রত্যন্ত এলাকার চিকিৎসাপ্রার্থীরা। সরকারের নানা কঠোর পদক্ষেপের মধ্যেও অনেকেই ফাঁক-ফোকর বের করে ঢাকায় ছোটেন। আমরা তাঁদের গ্রামে রাখার চেষ্টা করি। এ ক্ষেত্রে সাধারণ উপজেলার জন্য চাকরিতে যোগদান থেকে দুই বছর আর দুর্গম এলাকার ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত কর্মস্থলে থাকার বিধান রয়েছে।'

ওই কর্মকর্তা বলেন, 'আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম একযোগে সবাইকে এ কোর্সে ভর্তির সুযোগ না দিয়ে ধাপে ধাপে কিংবা এলাকা ভাগ করে কয়েক দফায় সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। নয়তো প্রত্যন্ত এলাকার পদগুলো শূন্য হয়ে যাবে।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মার্চ-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম (এমডি/এমএস) ফেইজ এ-এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ নভেম্বর। মোট চারটি অনুষদের ৯৫৯টি আসনের বিপরীতে সাত হাজার ১৬২ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেন। তবে পরীক্ষায় বসেন ছয় হাজার ৯৮৯ জন। ওই দিন রাতেই ফল প্রকাশ করা হয়।

জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. মো. কামরুল হাসান বলেন, 'এবারই প্রথম নয়, প্রতিবছর একইভাবে এ কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা চলে। বরাবরই মোট আবেদনকারীর মধ্যে ৬০ শতাংশের মতো চিকিৎসক আসেন সরকারি হাসপাতাল থেকে। চিকিৎসকদের এ ডিগ্রি প্রয়োজন। এ কোর্স সম্পন্ন করেই একেকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। আগে ঢালাওভাবে এ কোর্সে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও বর্তমান সরকারের সময় থেকে নতুন চাকরি পাওয়া চিকিৎসকরা কর্মস্থলে দুই বছর না কাটালে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না আনলে কোনোভাবেই কোর্সে অংশ নিতে পারবেন না।'